

20 New Child Day Care Centres

অভিভাবক তথ্য হ্যান্ডবুক-২০২১ [খসড়া]

February 15, 2021



20 New Child Day Care Centres

মুখবন্ধ

২০শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্রে আপনাকে স্বাগতম

আপনাকে জানাতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত যে কর্মজীবী নারীর ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুর দিবাকালীন পরিচর্যা ও প্রারম্ভিক বয়সের বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য দেশের ১১টি জেলায় দিবাযাত্র কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত মানের শিশু সেবা প্রদান করছি। এই দিবাযাত্র কেন্দ্রগুলো মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর আওতাধীন “২০টি শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি পরিচালিত হচ্ছে। ২০টি শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্র গুলোর একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য সকল কর্মজীবী নারীদের আমন্ত্রণ রইলো।

এই তথ্য হ্যান্ডবুক টি শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবকদের জন্য প্রস্তুত করেছি যাঁরা ২০টি কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করবে। ২০টি দিবাযাত্র কেন্দ্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই হ্যান্ডবুকে রয়েছে। এ হ্যান্ডবুক থেকে দিবাযাত্র কেন্দ্রের সেবাসমূহ, উদ্দেশ্য, নীতিমালা, পরিচালনা কমিটি, শিশু তদারকী নির্দেশিকা, দিবাযাত্র কেন্দ্রসমূহের অবস্থান, সেবাদানের সময়সূচি, শিশু ভর্তির নিয়মাবলী, অপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন নীতি, শিশু ভর্তি বাতিল নীতি, জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয়, মতামত বা অভিযোগ প্রক্রিয়া, শিশুর খাদ্য ও পুষ্টিসহ আরও নানা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

শিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ভ্রূনাবস্থা থেকে আট বছর। তবে এর মধ্যে ভ্রূনাবস্থা থেকে তিন বছর বয়স শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিষয়ক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ভ্রূনাবস্থা থেকে তিন বছর বয়সে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে থাকে। আর তাই শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ বয়সে শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যিক। যা পরবর্তী পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শারীরিক, আবেগিক ও সামাজিক, ভাষাগত ও জ্ঞানীয় বিকাশের সকল ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বর্ধন ও ক্রিয়াকে (Brain Development and Function) অব্যাহত রেখে শিশুকে পারিবারিক পরিবেশ থেকে সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। যা প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার পথকে সুগম করে। আর সে লক্ষ্যে শিশুদের জন্য সর্বোত্তম দিবাকালীন সেবা এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ দিতে আমাদের দিবাযাত্র কেন্দ্রের নিবেদিত কর্মীরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের সকল কার্যক্রম শিশুর সার্বিক সুস্থতা, বৃদ্ধি ও বিকাশের বয়স উপযোগী সর্বোত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করা যা উপযুক্ত অনুশীলন এবং সঠিক গবেষণালব্ধ পাঠ্যক্রম এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। শিশুর শিখনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে শেখার ভিত্তি গড়ে তোলা এবং কর্মজীবী মায়ের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবারের সাথে কাজ করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ব্যক্তিগতভাবে দুই সন্তানের জননী হিসেবে একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ শৈশব শিশুর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমি অনুধাবন করি। সেই চিন্তাধারা থেকে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে যেন এইসব দিবাযাত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুরা একটি আনন্দময় ও নিরাপদ পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা তাদের আরো অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলবে এবং নতুন কিছু শিখতে ও তার চারপাশকে জানতে সহায়তা করবে। আমাদের ডে-কেয়ার অফিসার এবং শিক্ষিকাগণ বুদ্ধিমান এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফলে তারা আপনার শিশু এবং পরিবারের প্রয়োজন সর্বোত্তম উপায় পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশুর সাথে আমাদের কর্মীদের সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আপনার সাথে একটি সুসম্পর্ক সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে আপনার শিশুকে একটি দুর্দান্ত প্রারম্ভিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা আমাদের উদ্দেশ্য।

শবনম মোস্তারী

প্রকল্প পরিচালক

২০টি শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

February 15, 2021



20 New Child Day Care Centres

বিষয়বস্তু

১.	আমাদের লক্ষ্য	১
২.	দর্শন	১
৩.	প্রতিদিনের কার্যক্রমের মূলনীতি	১
৪.	সেবার পরিধি	১
৫.	আমাদের সেবাসমূহ	২
৫.১	প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা	২
৫.২	সুখম খাদ্য ও পুষ্টি	৩
৫.৩	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা	৩
৫.৪	শারীরিক বিকাশ	৪
৫.৫	মানসিক বিকাশ	৪
৫.৬	চিত্তোবিনোদন ব্যবস্থা	৪
৬.	ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪
৬.১	দিবাযাত্র কেন্দ্র পরিচালনা টিম	৫
৭.	শিশু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য	৫
৭.১	শিশু ও কর্মীদের অনুপাত	৫
৭.২	শিশু তদারকি নির্দেশিকা	৬
৭.৩	বয়সভিত্তিক শিশু তদারকি স্তর	৬
৮.	দিবাযাত্র কেন্দ্রের স্থানসমূহ	৬
৯.	সেবাদানের দৈনন্দিন সময়সূচী এবং বন্ধের দিন	৭
১০.	শিশুর যাত্র ও বিকাশ	৭
১১.	মা-বাবা অভিভাবকের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় তথ্য	১০
১১.১	শিশু ভর্তির নিয়মাবলী	১০
১১.২	অপেক্ষমান তালিকা	১০
১১.৩	শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি প্রদানের নিয়মাবলী	১০
১১.৪	নিবন্ধন ফি এবং বয়সভিত্তিক শিশু ভর্তি ও মাসিক ফি কাঠামো	১১
১১.৫	অনুপস্থিতি নীতি	১১
১১.৬	শিশুর অসুস্থতানীতি	১১
১১.৭	শিশু ভর্তি বাতিল প্রক্রিয়া	১১
১১.৮	শিশু গ্রহণ ও প্রস্থান নিয়মাবলী	১১
১১.৯	ধুমপান বিষয়ক সতর্কতা	১২
১২.	স্বাক্ষরিত অঙ্গিকারনামা	১২

20 New Child Day Care Centres

দিবায়ত্ত কেন্দ্র ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

১. আমাদের লক্ষ্য

শিশুর সামাজিকীকরণ, শিষ্টাচার, ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ও মানসিক ও শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি প্রারম্ভিক শিখনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার মাধ্যমে প্রারম্ভিক বয়সের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা।

২. আমাদের দর্শন

- সকল আয়ের কর্মজীবী নারীদের প্রতিটি শিশুকে আমাদের কেন্দ্রগুলিতে স্বাগত জানানো হয়।
- আমরা প্রতিটি শিশুকে সক্ষম, সক্রিয়, কৌতুহলী এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী হিসেবে দেখি।
- খেলা ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিকে আমরা সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেই যাতে করে শিশুরা একটি সুখী এবং সুরক্ষিত পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পাশাপাশি প্রতিটি শিশু শিখতে এবং তাদের সামাজিক, সংবেদনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক বিকাশের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হয়।
- আমাদের সৃজনশীল এবং উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া-কলাপ এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে; শিশুদের বিকাশ একটি ক্রম অনুসরণ করে এগিয়ে যায় সর্বজনীন তবে, সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেই প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন হারে এবং স্বতন্ত্রভাবে এগিয়ে যায়।

৩. প্রতিদিনের কার্যক্রমের মূলনীতি

- শিশুদের জন্য একক খেলা এবং দলীয় খেলার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ; কেন্দ্রে শিশুদের দৈনন্দিন রুটিন এমনভাবে সাজানো যেন শিশু ইচ্ছেমতো খেলা এবং সংঘটিত কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ সৃষ্টি;
- চিত্তবিনোদনমূলক কাজ ,যেমন; সংগীত, আর্ট, নৃত্য, সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক খেলা এবং পার্ক, জাদুঘর ভ্রমণের মাধ্যমে শিশুকে তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে অবগত করা;
- যথাসময়ে বিশ্রাম, টয়লেটিং এবং খাওয়ার রুটিনগুলো অনুসরণ করানোর মাধ্যমে শিশুকে শৃঙ্খল, সময়ের সদ্ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস, শিশু দিবস, কেন্দ্রের শিশুদের জন্মদিন উদযাপনের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ও সামাজিকতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা ;
- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সুদৃঢ় করার জন্য রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত শরীরচর্চা, ইয়োগার ব্যবস্থা করা এবং
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে রুটিন অনুসারে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও উদ্দীপনা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

20 New Child Day Care Centres

৪. সেবার পরিধি

শিশু যত্নের সেবাগুলো ৪টি বয়সগুপে বিভক্ত করা হয়েছেঃ-

- প্রাক-উদ্দীপনা পর্যায় (৬ মাস থেকে ১২ মাস)।
- প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১২ মাস থেকে ৩০ মাস)।
- প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (৩০ মাস থেকে ৪৮ মাস)।
- প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায় (৪ বছর থেকে ৬ বছর)।

৫. আমাদের সেবাসমূহ

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নিশ্চিতের জন্য নিম্নলিখিত সেবার ব্যবস্থা রয়েছে:

১. প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বিকাশ
২. বয়স অনুযায়ী সুসম খাদ্য ও পুষ্টিসেবা
৩. শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা
৪. শারীরিক ও মানসিক বিকাশ
৫. চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম

৫.১ প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা

দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য আমাদের দেশের প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ ও বিভিন্ন উন্নত দেশের প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে শিশুদের জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী আনন্দদায় একটি পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। সেই পাঠ্যক্রম দ্বারা শিশুরা কি শিখবে এবং কতটা কার্যকরভাবে শিখবে তা নিশ্চিত করা যায়।

এই পাঠ্যক্রম তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর ভাষাগত, শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক বা মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের সর্বোত্তম উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ উন্নত দেশগুলির প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত ৫টি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ৫টি ক্ষেত্র প্রাথমিক বছরগুলোতে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিফলিত হয়। এই পাঠ্যক্রম শিশুর শৈশবকালীন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সর্বোত্তম সহায়ক হিসেবে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতিদিনের কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী বিকাশের জন্য উপযুক্ত। আমরা শিশুদের দৈনন্দিন রুটিন প্রতিদিনের ক্লাসে প্রদর্শন করা বা টাংগিয়ে দেওয়া হয়। এটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আপনার শিশুর

20 New Child Day Care Centres

অতিবাহিত দিন সম্পর্কে জানতে পারবেন। শিশুর দিনটি কেমন কাটবে বা কেটেছিল তা জানা মা-বাবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আমাদের পাঠ্যক্রমটি মূলত ৮টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

- ১। শিখন পদ্ধতি
- ২। সামাজিক এবং মানসিক বিকাশ
- ৩। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক বিকাশ
- ৪। ভাষাজ্ঞান এবং যোগাযোগ
- ৫। সংখ্যার ধারণা
- ৬। সৃজনশীল চিত্রকলা
- ৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- ৮। সামাজিক শিক্ষা

প্রতিটি কেন্দ্রের প্রারম্ভিক শিক্ষা আপনার শিশুকে যেভাবে সাহায্য করবে:

- শিশুকে একটি সুখী ও স্বাস্থ্যবান দায়িত্বশীল এবং সফল জীবন গড়ে তুলতে প্রস্তুত করবে।
- শিশুর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে।
- শিশুর শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
- নিজের এবং অন্যের চারপাশের পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে।
- শিশুকে নিজের এবং অন্যের সংস্কৃতি মূল্যবোধ এবং সামাজিক পরিচয়ের প্রশংসা করতে এবং শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করবে।
- যে কোন কিছুতে পূর্ণ অংশগ্রহণ করে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।
- জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবে।
- যেখানে শিশু এবং প্রাক বিদ্যালয়ের শিশুদের সেবা দেওয়া হবে, কোন ধরনের পাঠ্যক্রম ব্যবহার করা হবে তার নির্দেশনা প্রদান করা।
- শিশুরা সারাদিন কি ধরনের কার্যক্রম করবে এবং তার পিতা-মাতা কেমন ধরনের পরিবর্তনশীল রুটিন প্রত্যাশা করে।

৫.২ সুষম খাদ্য ও পুষ্টি

পুষ্টিকর খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর পুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণ, দৈহিক বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে বয়স ও দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কুক দ্বারা পুষ্টিমূল্য বজায় রেখে খাবার রান্না করা হয়। এই পরিকল্পনা শিশুর বিভিন্ন অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ করে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলবে।

20 New Child Day Care Centres

আমাদের খাদ্য পরিকল্পনায় শিশুদের খাবারগুলোকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

- শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্য
- মাছ, মাংস এবং ডিম
- দুধ এবং দুধের তৈরি খাদ্য
- তাজা ফলমূল এবং শাক-সবজি

প্রতিটি কেন্দ্রে উপরোক্ত ৪টি গ্রুপের খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং খাদ্যের পুষ্টিমাণ বজায় রেখে সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করা।

৫.৩ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা

দিবাযন্ত্র কেন্দ্রে শিশুদের মাতৃস্নেহে লালন পালন করা হয়। প্রতিটি শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ। একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে প্রতিটি শিশুকে দিবাযন্ত্র কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। প্রতিটি দিবাযন্ত্র কেন্দ্রে নিম্নলিখিত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকেঃ

- জরুরী স্বাস্থ্য সেবা
- মুখ ও দাঁতের যত্ন
- চোখের যত্ন
- কানের যত্ন
- ত্বকের যত্ন
- টিকাদান কর্মসূচি
- ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ
- কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

৫.৪ শারীরিক বিকাশ

শিশুর বয়সভিত্তিক চাহিদানুযায়ী পুষ্টি পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও বয়স উপযোগী খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক বিকাশের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি শিশুর বয়স অনুযায়ী ওজন, উচ্চতা ও সার্বিক শারীরিক বর্ধন নিশ্চিত করতে নিয়মিত শিশুদের ওজন -উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোন শিশুর বৃদ্ধি সাময়িক ব্যহত হলে তা পিতা-মাতা বা অভিভাবককে অবগত করা হয় ও বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

20 New Child Day Care Centres

৫.৫ মানসিক বিকাশ

শুধুমাত্র শারীরিক বিকাশই নয় শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য সর্বোচ্চ নজর দেওয়া হয়। শিশুর ৬ মাস বয়স থেকে আবেগীয় নিয়ন্ত্রন অভ্যাসগত সাড়া প্রদানের প্রবনতা শুরু হয়। তাই এ বয়সে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ অব্যাহত রাখতে দিবায়ত্র কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সে অনুসারেই সাজানো হয়ে থাকে। পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, বাস্তবধর্মী খেলাধুলা, ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন জাতীয় উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

শিশুর নিজেকে প্রকাশ এবং তার চারপাশকে বোঝার জন্য খেলাধুলার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ভাগ করে নেওয়া এবং সমস্যা সমাধানের মত মানবিক গুণাবলী অর্জন করে। তার জন্য আমরা বিভিন্ন শিক্ষণীয় খেলার আয়োজন করে থাকি। আমাদের দিবায়ত্র কেন্দ্রগুলোতে শিশুর বয়স উপযোগী খেলাধুলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষতা বাড়বে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

গবেষণা অনুযায়ী জন্মের ৬ মাস থেকেই শিশুর ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ হতে থাকে। শিশুর ভাষাগত দক্ষতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা দিবায়ত্র কেন্দ্রের সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম ও যত্নকারীদের সাথে শিশুর ভাবের আদান প্রদান ও ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে থাকি। এতে শিশুর শব্দ ভান্ডার উন্নত হয় এবং ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। শিশুরা নাচ, গান, অভিনয়, ছড়া বলা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে শেখে। ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা নিজ সংস্কৃতি, প্রাক-প্রারম্ভিক লেখাপড়ায় দক্ষ হয়ে ওঠে।

৫.৬ চিত্র বিনোদনের ব্যবস্থা

শিশুর সুস্থ, স্বাভাবিক ও সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তাকে অবশ্যই একটি আনন্দময় শৈশব উপহার দিতে হবে। চিত্র বিনোদনের মাধ্যমে শিশুর মনোজগতের বিকাশ ঘটে। সংগীত, ছড়া, নাচ, গল্প বলা, অভিনয়, আর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ইচ্ছেমতো খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময় শিশুকে টিভি দেখতে দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রে শিশুদের জন্মদিন পালন করা হয়।

৬. ব্যবস্থাপনা কমিটি

আমাদের সকল কেন্দ্র যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন প্রকল্প পরিচালকসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা ইউনিট রয়েছে যারা প্রতিটি দিবায়ত্র কেন্দ্রের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কেন্দ্রগুলোর প্রশাসনিক কাজ ও বাজেটের তদারকি ছাড়াও কেন্দ্রগুলোতে শিশুবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে যদি কিছু নির্মাণ, মেরামত বা নকশার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন হয় তবে ব্যবস্থাপনা কমিটি তার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

20 New Child Day Care Centres

৬.১ দিবাযাত্র কেন্দ্র পরিচালনা টিম

আমাদের দিবাযাত্র কেন্দ্রগুলোতে ১২ সদস্যের একটি দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিম রয়েছে। কাজেই কেন্দ্রে কোন শিশু কখনই কেন্দ্রে একা থাকে না। একজন যত্নকারী সর্বদা শিশুর সাথে উপস্থিত থাকেন। নিম্নোক্ত ছকে দিবাযাত্র কেন্দ্রের সকল স্টাফদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলোঃ

ক্র. নং	স্টাফদের পদবী	সংখ্যা	দায়িত্ব ও কর্তব্য
০১	ডে- কেয়ার অফিসার	০১ জন	কেন্দ্রের সকল প্রশাসনিক ও শিশু ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করেন।
০২	শিক্ষিকা	০১ জন	প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন খেলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নিশ্চিত করেন।
০৩	স্বাস্থ্য শিক্ষিকা	০১ জন	সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তাসহ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিতের জন্য কাজ করেন।
০৪	আয়া	০৪ জন	শিশুদের সার্বিক যত্নে নিয়োজিত থাকেন।
০৫	কুক	০২ জন	বয়স উপযোগী খাদ্য রান্না ও পরিবেশন করা।
০৬	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১ জন	কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।
০৭	নিরাপত্তা প্রহরী	০২ জন	সার্বক্ষণিক দিবাযাত্র কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

৭. শিশু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

৭.১ শিশু ও কর্মীদের অনুপাত

প্রতিটি কেন্দ্রে কর্মীদের সংখ্যা বয়সগুপ অনুযায়ী শিশুর অনুপাতের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত পরিবারের সময়সূচির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে শিশুরা কেন্দ্রে আসে এবং যায়। এ কারণে কেন্দ্রে সকাল বেলা ৭ টা- সকাল ৯ টা এবং বিকেল বেলা ৪ টা – ৬ টা পর্যন্ত কর্মীদের সংখ্যায় কিছুটা নমনীয়তা রাখা হয়।

20 New Child Day Care Centres

বয়সগ্রুপ	বয়স পরিসীমা	শিশু ও কর্মীর অনুপাত	গ্রুপে সর্বাধিক সংখ্যক শিশু	কর্মীদের অনুপাত যা অবশ্যই যোগ্য কর্মী হতে হবে
প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়	৬ মাস - ১২ মাস	১:৩ (প্রতি ৩ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	৬	২/২
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	১২ মাস – ৩০ মাস	১:৫ (প্রতি ৫ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	১২	২/৩
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	৩০ মাস – ৪৮ মাস	১: ৮ (প্রতি ৮ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	১৮	১/৩
প্রাক প্রাথমিক স্কুল পর্যায়	৪ বছর -৬বছর	১: ১০ (প্রতি ১০ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	২৪	১/২

৭.২ শিশু তদারকি নির্দেশিকা

২০টি কেন্দ্রে শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য সর্বদা তদারকি করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে শিশু নির্দেশিকা একটি ইতিবাচক পদ্ধতি ব্যবহার ব্যবহার করে। ইতিবাচক মনোভাব দ্বারা শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের যত্নকারীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আমরা শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কৌশল ব্যবহার করি যেমন পুনরায় নির্দেশনা, যৌক্তিক এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতি, সীমা নির্ধারণ, শিশুর পছন্দ অনুযায়ী সরবরাহ ও তাদের সমস্যার সমাধান করা, শিশু সাথী ক্ষতিকর আচরণ না করা এবং তাদের অনুভূতি কে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। আমরা বয়স ভিত্তিক শিশু তদারকি করি।

20 New Child Day Care Centres

৭.৩ বয়স ভিত্তিক শিশু তদারকি স্তর

শিশুর বয়স	বয়স অনুযায়ী তদারকি
১৮ মাস বয়স পর্যন্ত	<ul style="list-style-type: none"> সব সময় যত্নকারীরা চোখে চোখে রাখে যদি ঘুমের সময় বা বিশ্রামের সময় শিশু দৃষ্টি সীমার মধ্যে না থাকে তাহলে অবশ্যই একটি শিশু মনিটর ব্যবহার করা হয়।
১৯ মাস - ৪ বছর	<ul style="list-style-type: none"> তদারকি ছাড়া কোনো শিশুকে বাইরে খেলার অনুমতি দেওয়া হয় না। যত্নকারীরা সব সময় শিশুদের থেকে নিকট দূরত্বে অবস্থান করবে। প্রতি ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) মিনিট পরপর শিশুদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিশুরা যখন বিশ্রাম নেবে তখন একটি শিশু মনিটর দ্বারা তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়।
৫ বছর - ৬ বছর	<ul style="list-style-type: none"> শিশুরা যদি যত্ন কারীদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকে তবে তদারকি ছাড়াও খেলতে যেতে পারবে। প্রতি ৫ (পাঁচ) থেকে দশ মিনিট পরপর শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে যত্ন কারীরা শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে।

৮. দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান সমূহ

ঢাকার মধ্যে	ঢাকার বাইরে
ধানমন্ডি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, রোড# ১২/এ, বাড়ী# ৫৯/এ ধানমন্ডি, ঢাকা।	রংপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১৪/২, থানা- কোতয়ালী, রংপুর।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।	গোপালগঞ্জ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শিশু ভবন (২য় তলা), গোপালগঞ্জ।
মতিঝিল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ৯২, আরামবাগ, আল-কালীফ ট্রাস্ট (২য় ফ্লোর), ঢাকা।	গাজীপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্মৃতি ভিলা, ১৯১/ডি, জোড়পুকুর রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
রায়েরবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১৪০/এ/২৫/১, জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	কক্সবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, তারাবানিয়ার ছড়া, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার।
কাওরানবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র।	টাঙাইল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, রোড-১৮, ব্লক-বি/২৯, পশ্চিম আকুর টাকুরপাড়া, টাঙাইল।
মুগদা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ৫১, নর্থ মুগদা পাড়া, মুগদা, ঢাকা-১২১৪।	নওগাঁ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বুদবুদ ভিলা, ২৪৩১/০৩, মাষ্টার পাড়া, নওগাঁ।

৯.

20 New Child Day Care Centres

পল্লবী শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, ২৩/এইচ, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১, ঢাকা।	নোয়াখালী শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, ৩১৬/৪, উত্তর ফকিরপুর, মাইজদি কোট, নোয়াখালী।
মহাখালী শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, দক্ষিণপাড়া, উত্তর মহাখালী, ঢাকা।	গাইবান্ধা শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, ৬৪২/০১, দক্ষিণ ধানঘড়া, গাইবান্ধা।
আশুলিয়া শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য নির্মিত হোস্টেল ভবন, খেজুর বাগান, আশুলিয়া।	ভোলা শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, উকিলপাড়া, হাজী খলিলুর রহমান রোড, ভোলা।
সায়েরদাবাদ শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, ব্রাহ্মণচীরণ, ওয়ারী, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৩	চাঁদপুর শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র, ৫৬৮/০১, ওয়ার্ড-১২, বঙ্গবন্ধু সড়ক, চাঁদপুর।

সেবাদানের দৈনন্দিন সময়সূচী এবং বন্ধের দিন

রবিবার	৮.০০ থেকে ৬:০০ ঘটিকা
সোমবার	৮.০০ থেকে ৬:০০ ঘটিকা
মঙ্গলবার	৮.০০ থেকে ৬:০০ ঘটিকা
বুধবার	৮.০০ থেকে ৬:০০ ঘটিকা
বৃহস্পতিবার	৮.০০ থেকে ৬:০০ ঘটিকা

বন্ধের দিন

- শুক্রবার ও শনিবার বন্ধ
- সরকারী ছুটির দিন ও জাতীয় দিবসসমূহে
- জরুরী পরিস্থিতিতে, যেমন; করোনার মত মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি।

১০. শিশুর যত্ন ও বিকাশ

নির্ধারিত পোশাক

শিশুর পোশাক অবশ্যই আবহাওয়া উপযোগী এবং আরামদায়ক হতে হবে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্র থেকে প্রতিটি শিশুর জন্য ১ (এক) সেট পোশাক সরবরাহ করা হবে। যেহেতু শিশুরা দিনের বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রে অতিবাহিত করে এবং খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে সক্রিয় থাকে তাই ১ সেট পোশাক শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই অভিভাবককে কেন্দ্র কতৃক নির্ধারিত পোশাকের অনুরূপ ২/৩ সেট পোশাক সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনে পোশাক অবশ্যই পরিষ্কার করে দিতে হবে। নির্দিষ্ট ব্যাগে লেবেল করে পোশাক দিয়ে দিতে হবে।

20 New Child Day Care Centres

শিশুর খাবার

প্রতিটি কেন্দ্রে শিশুদের সুস্বাদু খাবার ও নাস্তা সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক চাহিদা অনুসারে (এলাজী ও বিশেষ খাবার মেনু) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। খাদ্য মেনু নির্বাচনে মা- বাবা বা অভিভাবকের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুরা খাবার ও পানীয় নির্দিষ্ট জায়গায় বসে খাওয়ানোর অভ্যাস করানো হয়; প্রয়োজন অনুযায়ী ০৬ মাস থেকে ০১ বছর বয়সী শিশুদের মা- বাবা বা অভিভাবক শিশুর জন্য খাবার (ফর্মুলা খাবার ও অন্যান্য শিশু খাবার, বুকের দুধ বা বিশেষ কোন খাদ্য তালিকা) সরবরাহ করতে আগ্রহী হোন তবে খাবার সরবরাহ করা যাবে। আমরা শিশুর নিজ হাতে খাওয়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আর তাই নিজ হাতে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়।

ঔষধ প্রয়োগ নীতি

আপনার শিশুর যদি দিবাকালীন কোন ধরনের ঔষধ গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই অনুগ্রহ করে অসুস্থতা নীতি ফরমটি পূরণ করে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। প্রেশক্রিপশন ব্যতীত ঔষধ যেমন; প্যারাসিটামল, এন্টিহিস্টামিন প্রভৃতি প্রয়োগের জন্য অবশ্যই ডাক্তারের অনুমোদিত নোট দিতে হবে। প্রেশক্রিপশন ঔষধ অবশ্যই নির্দিষ্ট কন্টেইনারে শিশুর নাম, তারিখ, ঔষধের নাম, ঔষধ গ্রহণের নির্দেশাবলী ও পরিমাণ স্পষ্ট করে উল্লেখপূর্বক দিতে হবে।

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র

ডায়াপার, ওয়াইপ, ছোট শিশুর জন্য ডায়াপার ক্রিম, অতিরিক্ত মোজা, আন্ডারওয়ার এবং অতিরিক্ত পোশাক আপনার শিশুর নাম সংবলিত ব্যাগে লেবেল করে দিবায়ত্র কেন্দ্রে দিতে হবে। যে কোন ধরনের খেলনা, চকলেট ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী প্রভৃতি কেন্দ্রে না নিয়ে আসার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। আপনার শিশুর খেলার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত খেলনা রয়েছে। কোন ধরনের ব্যক্তিগত জিনিস এর দায়িত্ব কেন্দ্র থেকে নেয়া হবে না।

অশোভন আচরণ

স্টাফদের শিশুর সাথে যে কোন ধরনের দুর্ব্যবহার, আপত্তিকর ভাষা অথবা চিৎকার-চৈচামেচি প্রভৃতি অগ্রাহ্য করা হয়। শিশুদের কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি কখনই মেনে নেওয়া হয় না, যেমন; গায়ে হাত তোলা, আঘাত করা, লাঁথি বা ধাক্কা দেওয়া প্রভৃতি অসৌজন্যমূলক আচরণ। শিশুর আত্মসম্মানে লাগে এমন কঠোর বা অসম্মানজনক শাস্তি প্রদান দিবায়ত্র কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

অভিযোগের পদ্ধতি

February 15, 2021



20 New Child Day Care Centres

আমাদের কর্মীরা আপনার শিশুর সর্বোত্তম যত্ন নেওয়ার জন্য সবসময় কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। তবুও কোন বিষয়ে যদি আপনার উদ্বেগ কিংবা কোন অভিযোগ থাকে তবে আপনি অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের অবগত করতে পারেন। আপনার সমস্যার সমাধান না হলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সাথে অথবা ডে-কেয়ার অফিসার অথবা প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কেন্দ্রের প্রতিটি কর্মীর নাম এবং যোগাযোগের তথ্য এই হ্যান্ডবুক এর অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

জরুরী অবস্থা অথবা সংকটকালীন সময়ে করণীয়

আপনার শিশুকে নিরাপদে রাখার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি কিন্তু মাঝেমাঝে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি কেন্দ্রে কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে তা তৎক্ষণাৎ শিশুর মা-বাবা অথবা অভিভাবককে তা অবশ্যই জানানো হয়। যে কোন আকস্মিক ঘটনায় শিশু আঘাত পেলে দিবায়ত্ন কেন্দ্রের মান ও কোন স্টাফ সম্পর্কে কোন ধরনের অভিযোগ থাকলে আপনি লিখিতভাবে আমাদেরকে জানাতে পারবেন। আপনার মতামতকে সম্মান করে অভিযোগকৃত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তির সকল তথ্য গোপন রাখা হবে।

যদি কেন্দ্রে কোন জরুরী পরিস্থিতি হয়, তবে তাৎক্ষণিক আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে। এছাড়াও যদি কর্তৃপক্ষ অনিবার্য কারণে দিবায়ত্ন কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করে, তখন ডে-কেয়ার অফিসার ফোন বা ম্যাসেজ দিয়ে মা-বাবা অথবা অভিভাবককে যত দূর সম্ভব শিশু নিয়ে যাওয়ার জন্য অবগত করবেন।

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সর্বকতামূলক নির্দেশিকা

আমাদের কর্মীরা সংক্রামক রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য সকল সচেতনতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে। নিম্নোক্ত কার্যক্রমে এই নির্দেশনা ব্যবহার করা হয়ঃ

- ডায়াপারিং এবং টয়লেট ট্রেনিং;
- হাত ধোয়া;
- খাবার প্রস্তুতি ও পরিবেশনা;
- বর্জ্য পরিচালনা;
- খেলনা এবং সরঞ্জাম পরিষ্কার ও জীবানুমুক্তকরণ;
- ব্যক্তিগত জিনিস ভাগাভাগি করার সময়;
- রক্ত ও অন্যান্য তরল বর্জ্য পরিষ্কার করা;
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান।

দিবায়ত্ন কেন্দ্রে সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধের স্বার্থে আপনার শিশুকে ঘনঘন শিশুর হাত ধোয়ার অভ্যাস করে তুলতে

20 New Child Day Care Centres

উৎসাহ প্রদান করা হয়। অনুগ্রহ করে বাড়িতেও আপনার শিশুকে হাত ধোয়ার কথা বারবার বলতে হবে। এতে শিশুর হাত ধোয়ার সুঅভ্যাস তৈরি হবে।

মাতা-পিতার সম্পৃক্ততা

আমরা বিশ্বাস করি দিবাযাত্র কেন্দ্রের প্রতিটি কর্মী ও সকল শিশুর মধ্যে পরিবারের মতো সম্পর্ক। শিশুর মা-বাবা ও যত্নকারী কর্মীদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম্মানের সম্পর্ক শিশুদের সামগ্রিক সাফল্যে অবদান রাখে। শিশুর মা-বাবা অথবা অভিভাবকের পরিদর্শনের জন্য কেন্দ্র সর্বদা উন্মুক্ত। শিশুর মা-বাবা শিক্ষকদের সাথে কথা বলে ও পরামর্শ প্রদান করে, বিশেষ অনুষ্ঠানে যেমন; জন্মদিন, জাতীয় দিবস, বৈশাখী উৎসব প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দিবাযাত্র কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন।

যোগাযোগ

দিবাযাত্র কেন্দ্রে শিশুর প্রতিদিনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আমরা আপনাকে জানাতে চাই। প্রতিটি শিশুর পরিবারকে বিভিন্ন উপায়ে তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন; দৈনন্দিন তাঁদের সাথে কথোপকথন, এসএমএস প্রেরণ, দৈনন্দিন রুটিন শ্রেণিকক্ষে বুলিয়ে দেওয়া, ই-মেইল প্রেরণ এবং মাদার্স মিটিং এর আয়োজন করা। কেন্দ্রে শিশুকে বা তার অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে এমন যে কোন ঘটনা, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অথবা আচরণের পরিবর্তনের বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই জানাতে হবে। আপনার ই-মেইলি আইডি ও ফোন নম্বর জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য সংগ্রহ করে থাকি। আপনার সকল তথ্য অবশ্যই গোপন রাখা হবে।

উৎসব ও জন্মদিন উদযাপন

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় উৎসবের দিনগুলো এমনভাবে পালনের চেষ্টা করা হয় যাতে শিশুরা নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। যা শিশুদের নিজস্ব জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে। কেরাত বলা, বাংলা ও ইংরেজি ছড়া বলা, নাচ, গান করা, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে বিশেষ দিন উদযাপন করা হয়। আপনার পরিবারের বিশেষ দিনগুলো আমাদেরকে জানাতে পারেন। প্রতিটি শিশুর জন্মদিন দিবাযাত্র কেন্দ্রে পালন করা হয়ে থাকে। তবে অনুগ্রহ করে শিশুর জন্মদিন পালন করতে জন্মদিনের কেক বা অন্য কোন খাবার কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন। আমরা বাইরের কোন খাবার শিশুদের প্রদান করা হয় না কারণ এতে শিশু বা কেন্দ্রের কর্মীদের কোন এলার্জি বা অন্য সমস্যা হতে পারে। যদি জন্মদিনের উৎসব পালন করতে পারিবারিক বিধিনিষেধ থাকে তবে তা আমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করবেন।

১১. মা-বাবা অথবা অভিভাবকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্য

February 15, 2021



20 New Child Day Care Centres

১১.১ শিশু ভর্তির নিয়মাবলী

শিশু ভর্তির আবেদনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পিতামাতা বা অভিভাবককে নিবন্ধন ফি প্রদানপূর্বক অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। অনলাইনে নিবন্ধন ফরম পূরণ এবং নিবন্ধন ফি প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের আসন সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে পাওয়া যাবে। শিশু ভর্তির জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ভর্তি ফরম পূরণ করে ডে-কেয়ার অফিসারকে ফেরত দিন। শিশুর টিকা দেওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে টিকা কার্ড সরবরাহ করুন। আপনার অথবা আপনার শিশুকে আনা নেওয়ার জন্য আপনার অনুমোদিত ব্যক্তি সেন্টারের তথ্য ও যোগাযোগ সম্পর্কে অবগত আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। আপনার সেলফোনে সেন্টারের ফোন নাম্বার রাখুন।

১১.২ অপেক্ষমান তালিকা

শিশুর বয়স এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ অনুসারে প্রতিটি কেন্দ্রে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা রাখা হয়। আসন শূণ্য হলে আবেদনের ক্রম অনুযায়ী অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিশু ভর্তি করা হয়। আবেদনের তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করা হবে। অপেক্ষমান তালিকা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা থাকলে কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। আবেদনকারীর কোন ব্যক্তিগত তথ্য (বাসার ঠিকানা, মোবাইল নম্বর) পরিবর্তিত হলে তা কেন্দ্রে অবহিত করতে হবে।

১১.৩ শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি প্রদানের নিয়মাবলী

আমরা যেন আপনার শিশুর সর্বোত্তম সেবা চালিয়ে যেতে পারি তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মাসিক চাঁদা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কেন্দ্রের সরকার নির্ধারিত ফি নেওয়া হয়। আপনি যদি নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন তবে আপনার শিশুকে দেওয়া সেবা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই প্রতি মাসের শুরুতেই অবশ্যই আপনাকে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে পরবর্তী মাসের ফি জমা দিতে হবে, অন্যথায় শিশু দিবাযন্ত্র কেন্দ্রে শিশুর সেবা অব্যাহত রাখা যাবে না। ভর্তুকি প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে মাসিক ফি এর উপর ভর্তুকি বাদে অবশিষ্ট ফি প্রদান করতে হবে। শিশু ভর্তির সময় বয়স গ্রুপ অনুযায়ী এককালীন ভর্তি ফি জমা প্রদানপূর্বক শিশুকে ভর্তি করতে হবে। শিশু এক বয়স গ্রুপ থেকে অন্য বয়স গ্রুপে উন্নীত হলে পুনরায় ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি নবায়ন করতে হবে। ভর্তির সময় ভর্তি ফি এর সাথে ২ মাসের অগ্রীম (চলতি মাস ও শেষ মাস) মাসিক ফি জমা দিতে হবে। মাসিক ফি কাঠামো অনুযায়ী যথাসময়ে মাসিক ফি প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমেই শিশুর জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। মাসিক ফি যে কোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে।

১১.৪ নিবন্ধন ফি এবং বয়সভিত্তিক শিশু ভর্তি ও মাসিক ফি কাঠামো

20 New Child Day Care Centres

বয়স গ্রুপ	বয়সসীমা	এককালীন নিবন্ধন ফি	ভর্তি ফি	মাসিক ফি
প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়	০৬ মাস - ১২ মাস	১০০/-	২০০/-	২০০০/-
প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	১২ মাস - ৩০ মাস	১০০/-	৩০০/-	১৫০০/-
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	৩০ মাস - ৪৮ মাস	১০০/-	৪০০/-	১২০০/-
প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায়	০৪ বছর - ০৬ বছর	১০০/-	৫০০/-	১০০০/-

১১.৫ অনুপস্থিতি নীতি

যেদিন আপনার শিশুটি কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবে না দয়াকরে সেদিন সকাল ৯.০০ টার মধ্যে কর্মীদের ফোন করে বা কোনো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে আমাদের জানান। আপনার শিশুটি দূরে কোথাও ছুটিতে গেলে ডে-কেয়ার অফিসার কে অনুপস্থিতির তারিখসহ লিখিত পত্র দিয়ে জানাতে হবে। এতে করে আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে সহজ হয়। কেন্দ্রে আপনার শিশুর ভর্তি আসন ঠিক রাখতে শিশু অসুস্থতা বা ছুটির কারণে অনুপস্থিত থাকলেও নিয়মিত মাসিক চাঁদা সরবরাহ করতে হবে।

১১.৬ শিশুর অসুস্থতা নীতি

জ্বর, ডায়রিয়া, র্যাশ বা চর্মরোগ, বমি বমি ভাব, সংক্রামক ব্যাধি, অবিরাম কোন ব্যাথা, চোখের পানি পড়া ও লাল হওয়া, মাথায় উকুন এবং কফ, কাশির মতো রোগে শিশু আক্রান্ত হলে তবে কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন শিশুর মধ্যে উপরে বর্ণিত যে কোন একটি রোগের লক্ষণ যদি কেন্দ্রের যত্নকারীদের কারও চোখে পড়ে যা অন্য শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তবে অবিলম্বে শিশুটিকে কেন্দ্র থেকে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং পরিপূর্ণ সুস্থতার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন উপসর্গ না দেখা গেলে তবেই দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুকে পাঠবেন। যদি কোন শিশু কেন্দ্রে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অভিভাবককে নোটিশ করার ১(এক)ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে কেন্দ্র থেকে নিয়ে যেতে হবে।

১১.৭ শিশু ভর্তি বাতিল প্রক্রিয়া

যদি আপনি শিশু ভর্তি বাতিল করতে আগ্রহী হোন, তবে আপনাকে ২ মাস পূর্বে উপযুক্ত কারণসহ লিখিতভাবে ডে-কেয়ার অফিসার বরাবর আবেদন করতে হবে। এর ব্যতয় হলে আপনাকে অতিরিক্ত ১(এক) মাসের মাসিক বেতন দিতে হতে পারে।

১১.৮ শিশু গ্রহণ ও প্রস্থান নিয়মাবলী

20 New Child Day Care Centres

আপনার সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষা আমাদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে কেন্দ্র খোলার আগে শিশু গ্রহণের অনুমতি নেই। শিশুর মা-বাবা অবশ্যই শিশুকে কেন্দ্রে নিয়ে আসার পর শিক্ষিকা বা যত্নকারীর নিকট শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিবেন। সেন্টার বন্ধ হওয়ার পূর্বে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে প্রতিটি শিশুর আসা যাওয়ার সময় হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে হবে। আপনার শিশুর নিরাপত্তার স্বার্থে নিম্নোক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়ঃ

- শিশুর নিরাপত্তার জন্য কেবলমাত্র শিশুকে আপনি ও ভর্তি ফরমের তালিকাভুক্ত আপনার অনুমোদিত ব্যক্তিকে শিশু নিয়ে যেতে অনুমতি দেয়া হবে।
- ভর্তি আবেদনে উল্লেখিত ব্যক্তি ছাড়া শিশুকে অন্য কেউ নিয়ে যেতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই অনুগ্রহ করে কেন্দ্রের কর্মীদের জানাতে হবে এবং সেই ব্যক্তিকে তার ছবি সহ পরিচয় পত্র দেখাতে হবে।

১১.৯ ধূমপান বিষয়ক সতর্কতা

দিবাযন্ত্র কেন্দ্র প্রাঙ্গণে শিশুদের দিবাকালীন সেবার সময় ধূমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

১২. স্বাক্ষরিত অজিকারনামা

অভিভাবক তথ্য হ্যান্ডবুক এর বিষয়বস্তু পড়েছে, গৃহিত অনুলিপি এবং সম্মতি প্রকাশ করেছে এই মর্মে মা-বাবা অথবা অভিভাবকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বিবরণ পত্র প্রদান করতে হবে।

২০টি শিশু দিবাযন্ত্র কেন্দ্র ২০টি পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সাথে পারস্পারিক সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে মানসম্পন্ন যত্ন ও প্রারম্ভিক শিক্ষা, নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ সাধনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের প্রতিটি কেন্দ্র আকার ও ডিজাইনে অনন্য। আরো তথ্য পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন (www.20dcc.dwa.gov.com)।